গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২২ - ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চাই

২১ ডিসেম্বর ডিএসও-র পার্লামেন্ট অভিযান

প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবিতে এআই ডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটি ২১ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দিয়েছে। দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার পাশ-ফেল চালুর ঘোষণা করেছে। এটা গণআন্দোলনের এক বিরাট জয়। কিন্তু কোন শ্রেণি থেকে? পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশের জনসাধারণের দাবি— প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করতে হবে। লাগাতার গণআন্দোলন সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন এই দাবির প্রতি কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই গুরুত্ব দেয়নি। সারা দেশে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ছাড়া আর কোনও দল এই দাবি তোলেনি শুধু নয়, অন্য প্রায় সব দলই এই দাবির বিরোধিতা করেছে। রাজ্যে রাজ্যে যে দল যেখানে ক্ষমতায় আছে তারা সবাই কেন্দ্রীয় আইনের দোহাই দিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিয়েছে।

পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁরা বুঝেছিলেন তাঁদের ঘরের সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যতের স্বার্থেই পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সর্বনাশা নীতির বিরোধিতা করা দরকার। লাগাতার আন্দোলনে বারবার পুলিশি আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েছেন, জেলে গিয়েছেন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা, দু'জন কর্মীর চোখ নষ্ট হয়েছে, আহত হয়েছেন বহু কর্মী। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। গণআন্দোলন এবং জনমতের প্রবল চাপেই সরকার বাধ্য হয়েছে

তিনের পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সাধারণ মানুষের টাকা লুঠের আইন আনছে বিজেপি সরকার

চাকরি নেই, ছাঁটাই আছে। মজুরিবৃদ্ধি নেই, মূল্যবৃদ্ধি আছে। এমন এক সুসময়ে বিজেপি সরকারের নজর পড়েছে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের উপর।

'ফিনান্সিয়াল রেজলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনসিওরেন্স (এফআরডিআই)-২০১৭' নামে এই বিলে বলা হয়েছে, কোনও ব্যাঙ্কে দেউলিয়া ঘোষণার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে ঘুরে দাঁড়াতে গ্রাহকদের জমা করা টাকা তাদের কোনও অনুমতি না নিয়েই কর্তৃপক্ষ বদলে দিতে পারবে ব্যাঙ্কের শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বন্ড প্রভৃতিতে। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক এবং গ্রাহকের মধ্যে সুদ সমেত টাকা ফেরতের যে চুক্তি থাকে তা একতরফা ভাবে বদলে দিতে পারবে ব্যাঙ্কগুলি। এই বিল গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থিক সুরক্ষায় মস্ত বড় আঘাত।

বিলের এই উদ্দেশ্য গোপন করে সরকার প্রচার করছে, গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষাই নাকি এর উদ্দেশ্য। এর আগে বর্তমান বিজেপি সরকার যখন নোট বাতিল করেছিল কিংবা জিএসটি চালু করেছিল, তখনও একই ভাবে বলেছিল, এগুলির উদ্দেশ্য জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। মানুষ হাড়ে হাড়ে বুঝেছে যে আসলে জনগণের স্বার্থকে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির পায়ে জলাঞ্জলি দেওয়াই ছিল এগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য। এই নতুন বিলটিও শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি, বিশেষত হাতে গোনা কিছু ধনকুবেরের পায়ে জনসাধারণকে বলি দেওয়ার আরও নগ্ন, আরও ঘৃণ্য অপচেষ্টা।

সাধারণভাবে দেশের ব্যাঙ্কগুলির সামনে আজ প্রধান সমস্যা হল, এনপিএ অর্থাৎ নন পারফর্মিং অ্যাসেট বা অনাদায়ী ঋণ। দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্কগুলি থেকে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে শোধ করেনি এবং তা করার কোনও ইচ্ছে তাদের নেই, সেগুলিই ব্যাঙ্কের ভাষায় এনপিএ বা অনুৎপাদক সম্পদ। তার পরিমাণ কত? শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এর পরিমাণ ২০১৫-র মার্চের ২.৭৫ লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৭-র জুনে দাঁড়িয়েছে ৭.৩৩ লক্ষ কোটি। এ ছাড়া রয়েছে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির এনপিএ। সব মিলিয়ে পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা। গত আগস্টে ২৮টি ঋণখেলাপি কোম্পানিকে চিহ্নিত

দুয়ের পাতায় দেখুন

প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান কেন্দ্রীয় কমিটির

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

নোট বাতিল ও জিএসটি— এই দুই আঘাতে জনগণের অর্থনৈতিক জীবন তছনছ করে দেওয়ার পর কর্পোরেট পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার আর এক মারাত্মক আঘাত হানতে চলেছে। এই সরকার ২০১৭-র ১০ আগস্ট সংসদে এনেছে 'ফিনান্সিয়াল রেজলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনসিওরেন্স বিল, ২০১৭ (এফআরডিআই বিল)। এই বিলে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির আর্থিক সংকট দূর করতে একটি নবগঠিত কর্পোরেশনকে সাধারণ আমানতকারীর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ার, 'স্থির' সুদের হার পরিবর্তন করার, ব্যাঙ্ককে সঞ্চিত আমানত তুলে

সাতের পাতায় দেখুন

কলকাতায় আশাকর্মীদের বিশাল মিছিল

প্রায় ৩০ হাজার আশাকর্মী তাঁদের স্থায়ী সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা মাসিক বেতন, সাপ্তাহিক ছুটি, বোনাস, পিএফ, পেনশন ও তাঁদের স্বার্থ বিরোধী ফরম্যাট বাতিল সহ ১২ দফা দাবিতে ১৮ ডিসেম্বর কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিল করেন। সেখানে বিশাল সভা হয়। সভা থেকে এনএইচএম-এর ডিরেক্টর ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

(বিস্তারিত সংবাদ তিনের পাতায়)

টাকা লুঠের আইন আনছে বিজেপি সরকার

একের পাতার পর

করেছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এর মধ্যে মাত্র ১২টি কোম্পানি ঋণ হিসাবে নিয়ে শোধ করেনি ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা। বাকি টাকাও অনাদায়ী আছে বড় কোম্পানিগুলির কাছেই। এরা কারা? মূলত বিদ্যুৎ, ইস্পাত, রাস্তা তৈরির মতো পরিকাঠামো শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের মালিকরা।

এর ফল কী ঘটছে? ব্যাঙ্কগুলি মূলধনের অভাবে নতুন ঋণ দিতে পারছে না। এমনকী কোনও কোনও ব্যাঙ্ক পুঁজির অভাবে রুগ্ন হয়ে পড়ছে। এমন একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান হিসাবে সরকার কী করছে? এইসব বাঘা বাঘা ঋণখেলাপিদের বাধ্য করছে কি ঋণ শোধ করতে? জনসাধারণের কষ্টার্জিত টাকা এভাবে আত্মসাৎ করার জন্য তাদের ধরে কি গারদে পুরছে? না, বড় বড় এই জালিয়াত কোম্পানি মালিকদের টিকিও ছোঁয় না ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কিংবা পুলিশ। কারণ বিজেপি কংগ্রেসের মতো বুর্জোয়া দলগুলি বড় বড় পুঁজিপতিদের আশীর্বাদধন্য। যার বিনিময়ে ঐসব কোম্পানি-মালিকরা দুঃসময়ে এইসব দলগুলির রাজনৈতিক সেবা পায়। যেমন ঋণখেলাপির ক্ষেত্রে পাচ্ছে। বুর্জোয়াদের এইসব দলই সরকারে বসে জনগণের করের টাকা থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে ঘাটতি পূরণ করতে টাকা জুগিয়ে যায়। সম্প্রতি যেমন প্রধানমন্ত্রী ব্যাঙ্কগুলির ঘাটতি মেটাতে ২ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা ঢালার কথা ঘোষণা করেছেন। অতীতেও এভাবে বারে বারে হাজার হাজার কোটি টাকা ঢালা হয়েছে। প্রতি বাজেটে বিপুল অঙ্কের একটা টাকা এই খাতে বরাদ্দই রাখে সরকার। অথচ সাধারণ মানুষ, যাঁরা ছোট ছোট ব্যবসা বা অন্য নানা কারণে ঋণ নিয়ে থাকেন, তাঁদের ঋণ কোনও কারণে বাকি পড়লে পুলিশ তাঁদের কোমরে দড়ি দিয়ে গারদে পুরে দেয়।

কিন্তু ব্যাপারটা কি এমন যে, এই সব পুঁজিপতিরা সত্যিই কলকারখানার উৎপাদনে বা ব্যবসায় এমন মার খেয়েছে যে ভিখারি হয়ে গিয়ে ঋণ শোধ করতে পারছে না? দেউলিয়া হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করছে? মোটেও তা নয়। দেখা যাচ্ছে তারা বহাল তবিয়তেই আছে এবং অন্য ব্যবসাগুলির মুনাফায় তারা ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে যাচ্ছে। গত সাত-আট বছর ধরে পৃথিবী জুড়ে যে একটানা মন্দা চলছে, ভারত তার বাইরে নয় এ কথা ঠিক। কিন্তু তার জন্যই এই সব পুঁজিপতিরা ঋণ শোধ করতে পারেনি, ব্যাপারটা এমন নয়। এই সব কোম্পানির মালিকরা পরিকল্পিত ভাবে কোম্পানি থেকে তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ মোটা মুনাফা সমেত আগেই সরিয়ে ফেলেছে। বরং তাদের এইভাবে টাকা সরিয়ে নেওয়াই কোম্পানিগুলিকে দ্রুত দুর্বল করেছে এবং তাদের ঋণ এনপিএ-তে পরিণত হয়েছে। নতুন বিলে কিন্তু এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত মালিকদের থেকে অনুৎপাদক সম্পদ উদ্ধারের জন্য, অর্থাৎ ঋণের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করার জন্য কোনও পদক্ষেপের কথাই বলা হয়নি। কিংবা ভবিষ্যতে যাতে আর কোনও পুঁজিপতি জনগণের টাকা এভাবে চূড়ান্ত অন্যায় এবং বেআইনি উপায়ে আত্মসাৎ করতে না পারে তারও কোনও ব্যবস্থার কথাও এই বিলে বলা হয়নি। এ থেকেই প্রমাণ হয় পুঁজিপতিদের কাছ থেকে অনাদায়ী ঋণ উদ্ধার করা এই বিলের কোনও উদ্দেশ্যই নয়।

এই অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলিতে যেভাবে লাফ দিয়ে এনপিএ-র পরিমাণ বাড়ছে তাতে ব্যাঙ্কগুলি বাঁচবে কী করে? কোনও অসুবিধা নেই! জবাই করার জন্য রয়েছে আমজনতা তথা ব্যাঙ্কের আমানতকারী সাধারণ মানুষ। বিলের ৫২নং ধারায় একটি 'বেল ইন'-এর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এত দিন পর্যন্ত কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যদি কোনও ব্যাঙ্কের ব্যবসা চালানোর ক্ষমতা বিপন্ন হয়ে পড়ত তবে সরকার টাকার জোগান দিত। একে বলা হয় 'বেল আউট' করা। এখন থেকে আর সরকার এভাবে বাইরে থেকে টাকা দেবে না। ব্যাঙ্ককে ভেতর থেকেই এই জোগানের ব্যবস্থা করে দিতে চায় সরকার। অতএব লুঠ করো আমনতকারীদের টাকা। এই ধারা অনুযায়ী সেই পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়াতে আমানতকারীদের টাকাকেই কাজে লাগানো হবে। এখন কোনও একটি ব্যাঙ্কে যতগুলি অ্যাকাউন্টে যত টাকাই কারও থাকুক না কেন, সেই ব্যাঙ্কের ব্যবসা লাটে উঠলে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে ফেরত পাবেন তিনি। কারণ, গ্রাহকপিছু ওই টাকা বিমা করা থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বাকি টাকার পিছনেও থাকে কেন্দ্রের অলিখিত গ্যারান্টি। নতুন আইনে এই টাকা ফেরত পাওয়ার কী হবে তার কোনও দিশা নেই। এমনকী বিমার পরিমাণ এক লক্ষ টাকাই থাকবে, না আরও কমবে, তার কোনও হদিশ এই বিলে নেই।

খসড়া বিলে ফিনান্সিয়াল রেজলিউশন কর্পোরেশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এর অধিকাংশ সদস্য হবেন কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত। তাঁরাই ব্যাঙ্কের আর্থিক পরিস্থিতি বিচার করে বলবেন ব্যাঙ্ক বিপদসীমার কাছে আছে কি না। এ ক্ষেত্রে তারা ব্যাঙ্ককে আর্থিক দায়মুক্ত করতে বেল ইনের সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থাৎ আমানতকারীদের জমা রাখা টাকা তাদের কোনও অনুমতির তোয়াক্কা না করেই বদলে দিতে পারবে শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বন্ড প্রভৃতিতে। বাস্তবে ব্যাঙ্ক যদি ফেল পড়ার মুখে চলে যায়, এমনকী রুগ্নও হয়ে যায় তবে স্বাভাবিক ভাবেই এই শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বন্ডের মূল্য যে শূন্যে পরিণত হবে তা বলা বাহুল্য। এ ছাড়াও এই কর্পোরেশন চাইলে আমানতকারীর সঙ্গে ব্যাঙ্কের সুদসহ টাকা ফেরত দেবার চুক্তিটা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমানতকারী তার জমা টাকার এক পয়সাও ফেরত পাবেন না। আমানতকারীকে টাকার বদলে ব্যাঙ্কের শেয়ার নিতে বাধ্য করতে পারে। চাইলে চুক্তির শর্ত বদলে আমানতের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারে অথবা সুদের হার কমিয়ে দিতে পারে। ফলে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ যাঁরা তাঁদের কষ্টার্জিত টাকা ব্যাঙ্কে রাখেন ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবে, অর্থাৎ সংসার চালানো, মেয়ের বিয়ে দেওয়া, চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে, তাঁদের এই টাকা যা আসলে ব্যাঙ্কের আমানতের সিংহভাগ, বিজেপি সরকার সেই মানুষগুলোর অধিকাংশেরই শেষ সম্বলকে এই ভাবে পুঁজিপতিদের জালিয়াতির খেসারত হিসাবে ব্যবহার করতে চলেছে। অর্থাৎ পুঁজিপতিরা তাদের জালিয়াতি চালিয়ে যাবে, লুটের টাকায় পুঁজির পাহাড় গড়বে, আর সবকিছু হারিয়ে সাধারণ মানুষ পথে বসতে, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে। কংগ্রেস আমলেও কংগ্রেসি নেতাদের বদান্যতায় বড় বড় পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা একইভাবে ঋণ নিয়ে ফেরত দেয়নি। বিজেপি শাসনে পুঁজিপতিরা আরও অনেক বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং তাদের এই লুঠতরাজের খেসারত আসবে সাধারণ মানুষের আমানত লোপাট করে। পুঁজিপতিদের হয়ে এতবড় নির্লজ্জ দালালি ইতিপূর্বে আর কেউ করতে পারেনি। এ জন্যই তো ২০১৪ সালের নির্বাচনে কর্পোরেট পুঁজির অঢেল সমর্থন ছিল মোদির পিছনে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর থেকে এখনও কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ফেল পড়েনি। কিছু কিছু বেসরকারি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা কখনও বিপন্ন হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করে আমানতকারীদের টাকার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। তা হলে ৫২ নং ধারাটি সরকার নিয়ে এল কেন? এই ধারা থেকেই তো স্পষ্ট, বিজেপি সরকার অনেক সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা নিয়ে এই ধারা যোগ করেছে। অর্থাৎ বিজেপি সরকার অনাদায়ী ঋণ উদ্ধারের জন্য পুঁজিপতিদের উপর কোনও চাপ সৃষ্টি করবে না। আবার ব্যাঙ্কগুলোকেও বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তাই জনগণের উপর বোঝা চাপাও।

ব্যাঙ্কগুলি আমানতের সুদের পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ একটু বেশি সুবিধা পাওয়ার আশায় চিটফান্ডগুলিতে টাকা রেখে কীভাবে প্রতারিত হয়েছে তা সকলেরই জানা। বিজেপি সরকার যদি এই মারাত্মক আইন পাশ করিয়ে নিয়ে আসে, যদি ব্যাঙ্কে আমানতের নিরাপত্তা না থাকে তবে সাধারণ মানুষ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হবে। তাতে লাভ পুঁজিপতিদেরই। কারণ শেয়ার বাজারে বাড়তি বিনিয়োগ হলে শেয়ারের দাম বাড়বে। পুঁজিপতিদের হাতেই যেহেতু কোম্পানির বেশির ভাগ শেয়ার, তাই এর দ্বারা তারাই লাভবান হবে সবচেয়ে বেশি।

স্বাভাবিকভাবেই সাংঘাতিক এই বিলের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সেই ক্ষোভের সামনে পড়ে বিজেপি সরকার বিলটিকে বর্তমান অধিবেশনে পেশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার মানে এই নয় যে, এই আইন হবে না। সুযোগ পেলেই তারা এই আইন চালু করবে। কারণ পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় বিজেপির যে সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের স্বার্থ রক্ষার যে দায়িত্ব বিজেপিকে দিয়েছে, তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই অবস্থায় জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি হল সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে সংগঠিত আন্দোলনের রূপ দেওয়া। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কেন্দ্রীয় কমিটি এই দানবীয় বিলের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সব স্তরের মানুষকে আজ সেই আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র বারাসাত লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড রামচন্দ্র সাহা দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭।

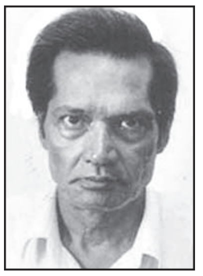

১৯৮৩ সাল নাগাদ তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন। তার পর থেকে তিন দশকের বেশি সময় ধরে দলের আদর্শকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি তাঁর বাসস্থান উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রামের রবীন্দ্রনগরে এবং কলকাতার যে এলাকায় বাস করতেন সেখানে দলের বক্তব্যকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। এর মধ্য দিয়ে অনেক মানুষকে দলের সংস্পর্শে নিয়ে এসেছেন এবং নিজে জনসাধারণের ভালবাসা পেয়েছেন। জীবিকাসূত্রে কমরেড সাহা আইনজীবী ছিলেন। কর্মক্ষেত্রেও বহু আইনজীবী এবং সাধারণ মানুষকে দলের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করেছেন। লিগ্যাল এইড সেন্টারের কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কমরেড সাহা বহু অসহায় ও নির্যাতিত মানুষ ও মহিলাকে আইনি সহায়তা দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস ও বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেও দলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কাজ করে গেছেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র দলের কর্মীরা তাঁর বাসভবনে গিয়ে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মাল্যদান অনুষ্ঠানে এলাকার নানা সংগঠন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অনেকে অংশগ্রহণ করেন। ১৫ ডিসেম্বর ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাগৃহে তাঁর স্মরণ সভায় শিয়ালদহ বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ধীমান বিশ্বাস, লিগ্যাল সার্ভিস ফোরামের সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলী এবং সহসভাপতি সদানন্দ বাগল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কমরেড রামচন্দ্র সাহা লাল সেলাম

টাকা ফেরতের দাবিতে তীব্র আন্দোলনে চিটফান্ড ডিপোজিটর্স ও এজেন্টস ফোরাম

দেশের পুঁজিপতিদের প্রায় সাত লক্ষ কোটি টাকা মকুব করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তা হলে চিটফান্ডে জনগণের ক্ষতির চার লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হবে না কেন? এই প্রশ্ন তুলে আন্দোলন তীব্র করেছে অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটর্স অ্যান্ড এজেন্টস ফোরাম। ১৬-২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি থানায় ঘেরাও অবরোধ অবস্থানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। ২৭ ডিসেম্বর বেলা ১টা থেকে ২টো সারা রাজ্যে সড়ক ও রেল অবরোধ এবং ২৯ হবে নবান্ন ঘেরাও। ১৪ ডিসেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন ফোরামের সভাপতি রূপম চৌধুরী। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, হাইকোর্ট ইতিমধ্যে ৩৭টি কোম্পানির ক্ষেত্রে টাকা ফেরতের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু কোনও কোম্পানির গ্রাহক টাকা ফেরত পাননি। চরম উদাসীন সরকার হাইকোর্টের রায় কার্যকর করছে না। তিনি দাবি তোলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে টাকা ফেরতের দায়িত্ব নিতে হবে।

২১ ডিসেম্বর ডিএসও-র পার্লামেন্ট অভিযান

একের পাতার পর

পাশ-ফেল চালুর পক্ষে মত দিতে। কেন্দ্রীয় সরকার আইন পরিবর্তন করছে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন, পাশ-ফেল চালু হবে। এর দ্বারা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার সত্যতা আবারও প্রমাণিত হল— নির্বাচনের মাধ্যমে শুধু সরকারের পরিবর্তন হয়, নীতির পরিবর্তন হয় না। নীতির পরিবর্তন হয় গণআন্দোলনের চাপে। পাশ-ফেল চালুর দাবিতে আন্দোলনের জয় দেখিয়ে দিল, সঠিক নেতৃত্বে ন্যায়সঙ্গত দাবিতে লাগাতার গণআন্দোলনই পারে জনসাধারণের দাবি আদায় করতে।

জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হচ্ছে নতুন শিক্ষাবর্ষ। রাজ্যের সমস্ত স্তরের মানুষ অধীর আগ্রহে দিন গুনছেন, সরকার কবে পাশ-ফেল চালুর বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। কিন্তু কবে হবে? কোন শ্রেণি থেকে হবে? শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, তা ঠিক করার মালিক মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে ডিসেম্বর শেষ হতে চলল। প্রচলিত জনশ্রুতি, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন অতি দ্রুত, এমনকী কোনও ঘটনায় প্রশাসনিক তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই তাঁর ব্যক্তিগত অন্তর্তদন্তে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন মুহূর্তের মধ্যে। বাংলার জনগণ ভেবেই পাচ্ছেন না, পাশ-ফেল চালুর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী এত সময় নিচ্ছেন কেন?

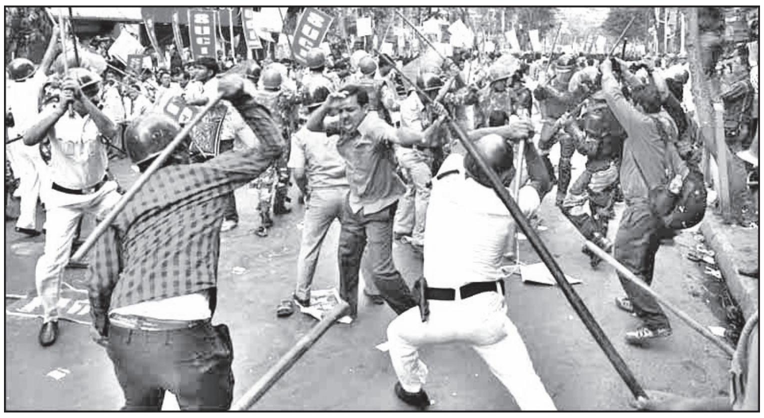

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। পাশ-ফেল ফেরানোর দাবিতে কলকাতায় আইন অমান্য

আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে পূর্বতন সিপিএম সরকার প্রাইমারিতে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়েছিল। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা সহ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ভিত ধসিয়ে দেওয়ার পক্ষে এই একটা সিদ্ধান্তই ছিল যথেষ্ট। সেদিনের সরকারি নেতাদের 'বাণী' আজও মানুষ ভোলেনি। তাঁরা বলেছিলেন, চাষির ঘরের ছেলে, গরিব ঘরের ছেলে আবার ইংরেজি শিখবে কি! এই বক্তব্যকে ধিক্কার জানিয়েছিল বাংলার মানুষ। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর নেতৃত্বে জনসাধারণের দীর্ঘ ১৯ বছরের লাগাতার আন্দোলনে সিপিএম সরকার ইংরেজি চালু করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পাশ-ফেল তারা চালু করেনি।

সিপিএম বিরোধিতাকে পাখির চোখ করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর গদি দখল, মানুষ আশা করেছিল ক্ষমতার পরিবর্তন হলে সিপিএমের সর্বনাশা শিক্ষানীতির পরিবর্তন হবে, পাশ-ফেল চালু হবে। কিন্তু গরিব মানুষ ভোটার হিসাবে এক-একটা সংখ্যা মাত্র, সরকারি দলগুলোর কাছে তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনও দাম নেই। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু তো হলই না, উল্টে কেন্দ্রীয় আইনের দোহাই দিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিল তৃণমূল সরকার। ভাবখানা এমন যেন, পশ্চিমবাংলার সরকার কেন্দ্রের একান্ত অনুগত ও বশংবদ।

আমরা দেখেছি, তিস্তা চুক্তি মানি না, নোট বাতিল মানি না, জিএসটি মানি না, যে সরকার বলতে পারল, তারাই বলছে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার আইন কেন্দ্রীয়— মানতে তো হবেই ভাই। শিক্ষা কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তালিকাভুক্ত। রাজ্য সরকার চাইলে পাশ-ফেল তুলে না দিয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে চালু করতেই পারত। এই আচরণ জনসাধারণের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কী!

মানুষ আবার পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকল এস ইউ সি আই (সি)-এর আহ্বানে। বহু মিছিল-মিটিং-ধরনা-অবরোধ পার করে গত ১৭ জুলাই সারা বাংলা সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বানে মানুষ সাড়া দিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সাধারণ মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সরকারের কোনও স্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল না। পাশ-ফেল চালুর ব্যাপারে সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের দীর্ঘ মৌনতায় মানুষ অবাক হল, ক্ষুব্ধ হল, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল '১৭ জুলাই ধর্মঘট হবে'। বিরাট চাপে পড়ে গেল সরকার। অবশেষে দীর্ঘ মৌনব্রত ভঙ্গ করে শিক্ষামন্ত্রী লিখিতভাবে জানালেন, পাশ-ফেল চালু হবে। গণআন্দোলনের জয়ে উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষ নতুন শিক্ষাবর্ষের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে রইলেন। আগামী জানুয়ারিতেই সেই প্রতীক্ষিত নতুন শিক্ষাবর্ষ, যে শিক্ষাবর্ষে পাশ-ফেল চালু করতে হবে এবং তা প্রথম শ্রেণি থেকেই করতে হবে। জনমতের মূল্য দিয়ে সরকার ২২ ডিসেম্বরের মিটিং-এ প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ঘোষণা করুক — রাজ্যবাসীর এটাই দাবি।

এতদূর থেকে এসেছি কি বিশ্রাম নিতে

মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তিতে ১৭ নভেম্বর রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইল কলকাতা।

বাইরের রাজ্যগুলি থেকে আসা হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীর মধ্যে বেশিরভাগই সমাবেশ শেষে ফিরে যান। আবার ১৮ নভেম্বর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত ভারত ও বাংলাদেশের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য বেশ কয়েক হাজার মানুষ থেকে যান। ১৫ নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৭ নভেম্বর দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আগত অংশগ্রহণকারীদের থাকার জন্য কলকাতার বিভিন্ন ধর্মশালা ভাড়া নিয়ে ক্যাম্প করা হয়। জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-প্রদেশ প্রভৃতি সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ মিলিত হয়েছিলেন এই ক্যাম্পগুলিতে।

১৭ নভেম্বরের সমাবেশকে সামনে রেখে দলের কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে অসংখ্যবার রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন। প্রচারকার্যের পাশাপাশি সংগৃহীত হয়েছে অর্থও। অসংখ্য মানুষ অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। অনেকে একাধিকবারও দিয়েছেন। সংগৃহীত এই অর্থেই ক্যাম্পগুলিতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে খাবার ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের। সকল অংশগ্রহণকারীই এই খাবার অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করেছেন।

৩-৪ দিন ট্রেনে ভ্রমণ করে গভীর রাত্রে বা ভোরে ক্যাম্পে পৌঁছানো মানুষগুলির শারীরিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সকল তন্ত্রী যখন চাইছে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে তখন ক্লান্তি সরিয়ে রেখে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের তৈরি করছিলেন সমাবেশে যোগ দিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য শোনার জন্য। দেহে মনে নিজেদের তৈরি করে নিচ্ছিলেন সম্মিলিত ভাবে নিজেদের ভাষায় গান গেয়ে, মত বিনিময় করে। কোনও ক্লান্তি, অসুস্থতা কারও প্রাণোচ্ছলতাকে স্তিমিত করতে পারেনি।

হরিয়ানা রাজ্য থেকে এসেছিলেন একজন বৃদ্ধ কৃষক। তিনি বেশ অসুস্থই ছিলেন, বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ওই রাজ্যের নেতা তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বললেন। কৃষক কর্মীটি বললেন, এত দূর থেকে এসেছি কি বিশ্রাম নিতে? এখন আমি সমাবেশেই যাব।

বিনানি ধর্মশালায় ছিলেন কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী ও কেয়ারটেকার। একজন বললেন, আমি এখানে ৫৬ বছর রয়েছি। এখানে সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি সহ বিভিন্ন দলের কর্মীরা নানা সময়ে থাকেন। ওঁদের মধ্যে আমরা দেখেছি চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা। ওঁরা থাকলে ধর্মশালার বিভিন্ন জিনিস ভাঙচুর করেন। চলে গালিগালাজ। আমরা তটস্থ হয়ে থাকি। আর আপনাদের দেখলাম সম্পূর্ণ বিপরীত। এত মানুষ এখানে এসেছেন। সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। অত্যন্ত সাধারণ খাবার এঁরা খাচ্ছেন, কষ্ট করে থাকছেন, কিন্তু কোথাও কোনও হট্টগোল নেই, সকলেই শান্ত। কারও মধ্যে কোনও রাগ নেই, নেই বিরক্তি। এত মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ জানালেন তাঁরা।

রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে আশাকর্মীরা

১৪ ডিসেম্বর রাজ্যপালের সাথে আলোচনা করছেন আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ

আশা কর্মীদের স্বার্থবিরোধী ফরম্যাট বাতিল, সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, সাপ্তাহিক ছুটি, পি এফ-পেনশন ও ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা বেতন সহ ১২ দফা দাবিতে ১৮ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের ডাকে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে প্রায় ৩০ হাজার আশাকর্মী মিছিল করে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেন। ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে অবরোধ করে আইটেম বেসিস কাজের ফরম্যাটে র কপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সম্পাদিকা কমরেড ইসমত আরা খাতুন, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, উত্তরপ্রদেশের আশা সংগঠনের নেতা বলেন্দ্র কাটিয়ার, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সহ সভাপতি ডাঃ কিষান প্রধান প্রমুখ।

এন এইচ এম-এর ডিরেক্টর ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ১৪ ডিসেম্বর রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

হাসপাতালে পরিষেবা উন্নয়নের দাবিতে বিক্ষোভ

ত্রিপুরার আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে ১১ ডিসেম্বর চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো, ওষুধ সরবরাহ, পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ ৭ দফা দাবিতে ডেপুটি সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস শিবানী দাস, সুব্রত চক্রবর্তী, শেফালী ভৌমিক।

সোনারপুর বইমেলায় গণদাবীর স্টল

বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গর পক্ষ থেকে ১৮ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বছরের চতুর্থ শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষার (বৃত্তি) ফল ঘোষণা করা হয়। মাতৃভাষা-সাহিত্য-গণিত, ইতিহাস-ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩.২৮ লক্ষ। পাশের হার ৮২.০৭ শতাংশ। প্রথম বিভাগে ১৬.৫৫ শতাংশ, দ্বিতীয় বিভাগে ৩০.১০ শতাংশ এবং সাধারণ বিভাগে ৩৫.৪২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। গত বছর পাশের হার ছিল ৭৩.৯৮ শতাংশ। এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অনন্য পাল। ৪০০ নম্বরের মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৩৮৮। এ বছর রাজ্য পর্যায়ে ১০০ জন এবং জেলা পর্যায়ে ৮০০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে যথাক্রমে ১২০০ টাকা ও ৬০০ টাকা বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১৯৯২ সালে ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল এবং ৬০ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। সাথে সাথে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন— ২০১৮ সালে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করা হোক এবং সরকারি উদ্যোগে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষা পুনরায় শুরু হোক।

কোলাঘাটে ফুল চাষি আন্দোলন জয়যুক্ত

কোলাঘাট ফুল বাজারে রেল দপ্তর কিছু দিন আগে ব্যবসা চার্জ স্তরভেদে দ্বিগুণ থেকে চারগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে তখনই প্রতিবাদে নামে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতি। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এই আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। অবশেষে মহকুমা শাসক রেলদপ্তরের অধিকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। তাতে সিদ্ধান্ত হয়— যে সমস্ত মহিলারা বেল-তুলসীপাতা-দূর্বা-ধুতরাফুল বিক্রি করে সামান্য অর্থ উপার্জন করেন তাঁদের কোনও চার্জ দিতে হবে না। স্টল হোল্ডারদের কাছ থেকে বর্ধিত ৪২ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা করে নেওয়া হবে প্রতিদিন। টিকিট কালেক্টরেরা কোনও জবরদস্তি করবেন না। বাজারের পরিকাঠামো উন্নত করা হবে। সমিতির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক আন্দোলনের এই জয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কর্মচারী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার পুলিশ প্রশাসন কর্মচারী আন্দোলনের প্রতি যে ন্যক্কারজনক প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ধিক্কারযোগ্য। বিগত সরকারও তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে পুলিশ প্রশাসন দিয়ে হয়রানি ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিত। বর্তমান সরকার এই প্রশ্নে সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ১৬ নভেম্বর একটি সরকারি কর্মচারী সংগঠনের বেতন কমিশনে ডেপুটেশন দেওয়াকে কেন্দ্র করে মিথ্যা ও সাজানো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে। কর্মচারী আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার ও তার পুলিশ প্রশাসন যে ভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, ১৩টি কর্মচারী সংগঠন যৌথভাবে তার তীব্র নিন্দা করেছে। অবিলম্বে বিনা শর্তে কর্মচারীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

চুরির মিথ্যা অভিযোগে পরিচারিকা গ্রেপ্তার সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির বিক্ষোভ

মেদিনীপুর শহরের এক আবাসনে ২৬ নভেম্বর এক পরিচারিকা একটি ফ্ল্যাটে কাজ করতে এসে দেখেন, সেই ফ্ল্যাটে কেউ নেই অথচ দরজা খোলা। পাশাপাশি আরও দু'টি ফ্ল্যাটেও একই অবস্থা। এই ঘটনা তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ডদের নজরে আনেন। গার্ড থানায় খবর দিলে ওই পরিচারিকাকেই থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং চোর সাব্যস্ত করে রাতভর তাঁকে আটকে রাখা হয়। পরদিন আবার তাঁকে থানায় ডেকে চুরির মিথ্যা কেস দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে কোতোয়ালি থানায় অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভের ফলে ওই পরিচারিকাকে পুলিশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পরিচারিকার স্বামীকে একই মিথ্যা অভিযোগে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে ৫ ডিসেম্বর সমিতির শহর কমিটির উদ্যোগে মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জয়শ্রী চক্রবর্তী, ভবানী চক্রবর্তী, ঊষা রানা, অর্চনা সিং ও শোভা দাস।

নারীনিগ্রহকারীদের শাস্তির দাবিতে মেদিনীপুরে বিক্ষোভ

গড়বেতায় তরুণীকে গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার প্রতিবাদে এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ৭ ডিসেম্বর জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্ব দেন এ আই এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড ঝর্ণা জানা, এ আই ডি এস ও-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সিদ্ধার্থশংকর ঘাঁটা, বিশ্বরঞ্জন গিরি, এ আই ডি ওয়াই ও-র জেলা সহ সভাপতি কমরেড মানিক পড়িয়া প্রমুখ। বিক্ষোভ শেষে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, মদ-জুয়া-অশ্লীলতার প্রসার বন্ধ করা ইত্যাদি দাবি জানানো হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিক্ষোভ

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা প্রাইমারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সচিব (ডি আই)-এর দপ্তরে ১ ডিসেম্বর বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করা, শিক্ষকদের অধিকারহরণকারী কালা আচরণবিধি প্রত্যাহার, শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা, প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কর্মসূচিতে অংশ নেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ক্ষুদিরামের জন্মদিবস উদযাপিত

৩ ডিসেম্বর বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মদিবস রাজ্যের সর্বত্র মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে লালদিঘির পাড়ে ওই দিন বিপ্লবী শিল্পী তাপস দত্ত নির্মিত শহিদ ক্ষুদিরামের অনন্য সাধারণ পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায় সহ নেতৃবৃন্দ মাল্যার্পণ করেন। ওই দিন বিকেলে বহরমপুর টাউন মনীষা স্মারক সংস্থার উদ্যোগে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে মাল্যদান, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন সংস্থার সভাপতি কুণাল বিশ্বাস, লিপিকা মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কাবেরী বিশ্বাস এবং প্রাক্তন সাংসদ ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তরুণ মণ্ডল। বর্তমান সমাজের নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, সুবিধাবাদী নীতিহীন রাজনীতি চর্চার বিপরীতে ক্ষুদিরামের মতো বিপ্লবীর জীবন চর্চার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তারা গুরুত্ব আরোপ করেন। সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং 'কেতন' সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজর্ষি চক্রবর্তী ও ডঃ বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সহ সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

জলপাইগুড়িতে ডিএম দপ্তরে মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

চালকদের ওপর পুলিশি হয়রানি বন্ধ এবং টিন নম্বর দেওয়ার দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর ডিএম দপ্তর অভিযান হয়। ৩০০ জনেরও বেশি মোটরভ্যান চালক মিছিল করে ডেপুটেশন দেন। এর পর এক বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জয় লোধ। তিনি বলেন, ৭ দিনের মধ্যে টিন নম্বর না দিলে জেলার সমস্ত প্রধান সড়ক অবরোধ করে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।

১৬ ডিসেম্বর নির্ভয়া স্মরণ প্রতিবাদের আর্জি জানায় বিবেকের কাছে

২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে দামিনী তথা নির্ভয়ার উপর যে নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল তা স্মরণ করে দিনটিকে 'দামিনী দিবস' তথা 'নারী নিগ্রহ বিরোধী দিবস' হিসাবে পালন করল নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদী সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একের পর এক ঘটে চলা নারী-শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার হন অসংখ্য মানুষ। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে, মেদিনীপুর, তমলুক এবং বেলদা শহরে, হাওড়া সদরে, পুরুলিয়ায় এবং দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ের অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের উদ্বেগ এবং প্রতিবাদকে ধ্বনিত করেন। কলকাতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, আইনজীবী নাজিয়া ইলাহি, ক্রীড়াবিদ কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, শান্তি মল্লিক, অধ্যাপক সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, অধ্যাপক অনিল কুমার ঘোষ প্রমুখ। যোগমায়া দেবী কলেজ, আশুতোষ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ সহ নানা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদী পথনাটক, সঙ্গীত, কোরিওগ্রাফি প্রভৃতি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নারীর উপর বেড়ে চলা অত্যাচারের নানা রূপ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে তুলে ধরেন। বিভিন্ন বক্তা নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং অপরাধীদের

১৬ ডিসেম্বর। কলকাতার হাজরা মোড়।

গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, মদ সহ নানা মাদক দ্রব্য, ব্লু ফিল্মের ক্রমাগত বেড়ে চলা প্রভাবের কথা উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় ছাত্র যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তাদের অমানুষে পরিণত করছে। তারই ফলে নারীনিগ্রহের ঘটনা এত বেড়ে চলেছে। বক্তারা সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একত্রিত হয়ে এর প্রতিবাদে উন্নত সংস্কৃতির চর্চা ও প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন।

হাওড়ায় সভা

পুরুলিয়ায় মোমবাতি মিছিল

জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী ঘোষণার প্রতিবাদে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

হায়দরাবাদ

দিল্লি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী ঘোষণার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তার অঙ্গ হিসাবে ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে আমেরিকান সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা। ১১ ডিসেম্বর আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। সভা শেষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কুশপুতুল দাহ করা হয়। হায়দরাবাদে ১০টি বামপন্থী দলের যৌথ বিক্ষোভ হয়।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ সভা

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিকবিরোধী ও জনবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদে ১০-১২ নভেম্বর তিন দিনের গণঅবস্থান হয়। এআইইউটিইউসি সহ দশটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন যোগ দেয়। বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সত্যবান সহ অন্যান্যরা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড রমেশ শর্মা।

কৃষকদের উপর পুলিশি হামলা বেড়েছে আট গুণ

দু'বছরে এদেশে পুলিশের সাথে কৃষকদের সংঘর্ষের ঘটনা বাড়ল আট গুণ! ২০১৪ সালে সরকারি নথিতে এই ধরনের সংঘর্ষের সংখ্যা ছিল ৬২৮। ২০১৬-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৮৩৭-এ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর দেওয়া এই সাম্প্রতিক রিপোর্টে এ দেশের গ্রামীণ কৃষকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আঁচ পাওয়া যায়। এ বছরের হিসেব ধরলে সে সংখ্যা আরও বাড়বে। এই বছর শুরু থেকেই ফসলের ন্যায্য দাম এবং কৃষিঋণ মকুবের দাবিতে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে ব্যাপক বিক্ষোভ আন্দোলন হয়। গত জুন মাসে মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে বিজেপি সরকারের পুলিশের গুলিতে ছয়জন কৃষকের হত্যা এবং বহু কৃষকের আহত হওয়ার ঘটনার পর সমগ্র দেশেই এই আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে, যার ফলে বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার ঋণ মকুবের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।

বস্তুত কৃষকদের আন্দোলনের এই মাত্রা বৃদ্ধির শুরু পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের সফল লড়াইয়ের পর থেকে। বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে এসইজেড গড়ার পরিকল্পনায় কৃষকের বহুফসলি জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত এই আন্দোলনের ফলে নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ থেকে তৎকালীন সরকারকে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল এবং সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফেরত দিতে হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারকেও তার এসইজেড নীতি পরিবর্তন করতে হয়েছিল।

দেশ জুড়ে কৃষকদের এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কারণ কী? এ দেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগই কৃষক। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, যাদের ১ থেকে ২ হেক্টরের বেশি জমি থাকে না। অলাভজনক এই জমিতে চাষের খরচ অনেক বেশি। কারণ উচ্চফলনশীল বীজ, সার, সেচের জল কোনওটাই কৃষকের নাগালের মধ্যে থাকে না। বিশ্বায়নের ফলে বহুজাতিক সংস্থাগুলি সার ও বীজের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রচুর মুনাফা কামায়। বিদ্যুৎ ও ডিজেলের দামবৃদ্ধির ফলে সেচের জল পেতে কৃষককে অনেক বেশি টাকা গুণতে হয়। ফলে চাষের প্রাথমিক খরচ জোগাতে কৃষককে ঋণ করতে হয়। সরকারি ঋণ পাওয়ার জটিল প্রক্রিয়ার কারণে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য বেশি সুদের মহাজনি ঋণের দ্বারস্থ হতে হয় বেশিরভাগ চাষিকে। ঋণ করে চাষের এই প্রাথমিক খরচ মিটিয়ে কৃষক আশায় থাকে ফসল বিক্রি করে ধার শোধ করে সংসার খরচ জোগাতে পারবে। কিন্তু বীজ, সারের মতো ফসলের বাজারেও তার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকারি আমলা, পুলিশ প্রশাসন, ফড়েদের দুষ্টচক্র, শাসকদলের নেতাদের মদতে এই বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই সরকার ঘোষিত ন্যায্য মূল্যে ফসল কেনার প্রক্রিয়া শুরু হতে দেরি হয়ে যায়। এই সুযোগে ফড়েরা কৃষকদের অভাবি বিক্রিতে বাধ্য করে। কৃষক নিরুপায়, কারণ যথাসময়ে ঋণ শোধ করতে না পারলে তাকে সুদ গুনতে হবে বেশি, আবার যদি খরা, বন্যা, অসময়ের বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতে হয়, তা হলে আরও কঠিন পরিস্থিতি এসে দাঁড়ায়।

এই যাঁতাকলে পড়ে অনন্যোপায় হয়ে অবসাদগ্রস্ত কৃষক আত্মহত্যা করে। গত দু'দশকে প্রায় সাড়ে তিন লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। সংবাদে জানা যায় যে, গত দু'বছরে আত্মহত্যা বেড়েছে ২৬ শতাংশ। মহারাষ্ট্রে চার মাসে ৮৫২ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গও বাদ যায়নি। গত মাসের শেষ পনেরো দিনে ৮ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন শুধু বর্ধমান জেলায়।

দেশের সব মানুষের মুখে খাদ্য জোগায় যে মানুষগুলি, তাঁদের জীবনের কোনও মূল্য নেই সরকারগুলির কাছে। এ ক্ষেত্রে বিজেপি শাসিত রাজ্য আর কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মধ্যে বিশেষ ফারাক কিছুই নেই। তাই ফসলের ন্যায্য দাম চাইলে বা খরা-বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ঋণ মকুবের দাবি করলে সরকার তাদের গুলি করে মারে। ক্রমবর্ধমান কৃষক সংঘর্ষের এই ঘটনাগুলিকে একটা সচেতন সংঘবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আপসকামী নেতৃত্ব থেকে আন্দোলনগুলিকে মুক্ত করা। সঠিক নেতৃত্বে আন্দোলনের সংগ্রামী দিশা জাগাতে পারলেই হতাশা-অবসাদ-জড়তা ভেঙে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারবে, যা শুধু চাষিদের জীবনে পরিবর্তন আনবে না, সমাজেরও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটাবে।

পাঠকের মতামত

বিস্মৃত বাস্তবের অনবদ্য সহজপাঠ

“ আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাব It is not an imaginary story বা আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি”— ‘সহজপাঠের গপ্পো’ দেখতে বসে মনে পড়ছিল ঋত্বিক কুমার ঘটকের এই প্রত্যয়ী উচ্চারণ। হাতে গোনা কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের বাংলা ছবিতে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে উচ্চবিত্ত সমাজের সাজানো ড্রইংরুমের চকচকে দৃশ্যের জন্ম হয়। বাজারচলতি ভাল থাকা এবং ভাললাগার বোধ বা সংজ্ঞার সাথে মিলিয়েই নির্মাণ করা হয় এসব আরামদায়ক বিনোদনের উপকরণ, যেগুলো আমাদের ভুলেও কোনও চিন্তা বা অস্বস্তির সামনে দাঁড় করায় না। স্রোতে গা ভাসানো জীবন ও যাপনের বোধ কোনও গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন হয় না।

আনকোরা নতুন পরিচালক মানসমুকুল পাল আমাদের নিয়ে গেলেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে, খিদে যেখানে প্রতি মুহূর্তে কামড় বসায় ছোটু আর গোপালের কচি পেট দুটোয়। ভ্যান দুর্ঘটনায় আহত বাবা ছেঁড়া চটের বিছানায় শুয়ে কাতরায়, অমানুষিক খাটনি আর দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট মা ভাত চাইতে গেলে বকে, কোনও ভাবে দুটো পয়সা জোগাড়ের জন্য আট-দশ বছরের দুই ভাই এর ওর বাড়ি উঠোন পরিষ্কার করে, কুয়োর গায়ে জমা শ্যাওলা ঘষে, জলকাদা ভেঙে তাল কুড়িয়ে হাটে বেচে। পড়শির বাড়ির পান্তা আর বাসি আলুচচ্চড়ি অমৃতের মতো লাগে সারাদিনের উপোসি মুখে। সাপখোপে ভরা জলাজমি থেকে কুড়িয়ে আনা কলমিশাক সেদ্ধ আর মুড়িই পাতে পড়ে রোজ, গরম ভাতের গন্ধ মেলে ক্বচিৎ কদাচিৎ। গ্রামের প্রান্তে বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারে তালনবমীর পার্বণের খবর পেয়ে দুই ভাই ছুট লাগায়। তাল বিক্রি হবে, পেটপুরে দুটো খাওয়াও জুটবে নিশ্চয়। কিন্তু তাল বেচে পয়সা নিলে কি আর নেমন্তন্ন পাবে? দাদার ওপর ভরসা করতে না পেরে নিজেই ভোরবেলা বৃষ্টিতে ভিজে তাল কুড়িয়ে একেবারে বিনা পয়সায় দিয়ে আসে ছোটু। নেমন্তন্ন পাওয়ার ব্যাকুল অপেক্ষায় রাত কাটে, মায়ের ডাকে সকাল হয়। ছোটুর স্বপ্নে দেখা পোলাও-মিষ্টি-তালপিটুলির দিকে রওনা হয় সম্পন্ন বাড়ির ছেলেমেয়ে-বুড়োর দল— তার চোখের সামনে দিয়েই। রাগে, অভিমানে চোখ ফেটে আসা জল ঝরে পড়ে ভাত আর শাকসেদ্ধর থালায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন পাতার ছোটগল্প তালনবমীর মূল কাহিনীর প্রতি সম্পূর্ণ সৎ থেকেই মানসমুকুল ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন ছবিতে। এ ছবি শুধু হতদরিদ্র দুটি ছোট্ট ছেলের তালনবমীকে ঘিরে তৈরি হওয়া স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি বা বিভূতিভূষণের সিগনেচার গ্রামবাংলার প্রকৃতির কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকা অপার সৌন্দর্যের গল্প নয়। দুই ভাইয়ের খুনসুটি, অমূল্য রত্নের মতো একখানা ডিম ভাগ করে খাওয়ার আনন্দ, দাদার গলা জড়িয়ে ছোটুর আদর, মায়ের ওপর রাগ করে মুড়ির থালা সরিয়ে দেওয়ার পরেই মায়ের কষ্টে চোখ দিয়ে জল পড়া, স্কুল ছেড়ে মহাদেবের দোকানে কাজে ঢোকার কথা ভেবে রাতের বিছানায় গোপালের চাপা বুকফাটা কান্না, ক্লান্ত চোখের পাতায় বাবার মৃত্যু আর মায়ের রেললাইনে মরতে যাওয়ার ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন মিলেমিশে গেছে শৈশবের গন্ধমাখা সহজপাঠের আদলে সাদাকালো টাইটেল কার্ড, তালদিঘি, বৃষ্টিভেজা বাঁশবন, শাপলা-কচুরিপানায় ভরা ডোবার ধারের ঘাসঝোপ, ভেঙে পড়া মাটির দাওয়া, নিভে আসা হারিকেনের আলো, দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত আর মেঘলা আকাশে ভেসে চলা বকের সারির ধূসর ক্যানভাসের সাথে। খিদেয় অবসন্ন শরীরে ছোটু দাদাকে বলে— চুরি করলে ঠাকুর পাপ দেয় দাদা, মা বলেছে। গোপালের মন বিদ্রোহ করে— কই, খিদে পেলে ঠাকুর খাবার এনে দেয় না তো? এই অমোঘ প্রশ্নের জবাব নেই ওদের কাছে। গ্রামের হাটে হিসেবি খদ্দের ওদের ঠকিয়ে কুড়ি টাকার তাল আট টাকায় নিয়ে যায়, বৃষ্টিভিজে তাল নিয়ে আসা ছোট্ট ছেলেটিকে পয়সা ছাড়াই ফিরিয়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না ধনী পরিবারের ‘ঐতিহ্য’, গোপাল-ছোটুর আনা তাল দিয়ে রান্না করা হরেক নৈবেদ্য সাজিয়ে মহা ধুমধামে মাটির গোপালের পুজো হয়, সেই পুণ্যলগ্নেও পেটভরা ভাত পড়ে না দুই ভাইয়ের পাতে। তবু চুরি করা বা ঠকানোর কথা কক্ষনো ভাবতে পারে না ওরা। ছেলেদের পাতে ভাত দিতে না পারা যে মা চুরি করে আনা সন্দেহে ডিম ছুঁড়ে ফেলে দেন, বিনা পয়সায় তাল দিয়ে আসার বোকামির জন্য গোপাল ভাইকে মারতে গেলে সেই মা-ই থামিয়ে বলেন ‘ও সরল মনে দিয়েছে, মারতে আছে?’ স্বপ্নদৃশ্যে বাবার মৃতদেহ শুইয়ে রেখে মায়ের পিছনে ছুটে চলা গোপালের আর্ত চিৎকার বুকে কাঁপন ধরায়, অবুঝ সারল্যে বেড়ার জানালায় মুখ রেখে যখন ছোটু বাতাসে পোলাওয়ের কল্পিত সুবাস পায়— চোখ ভিজে যায় অজান্তেই।

- দাদা, ওরা কী খেতে দেবে রে?
- মুড়িটুড়ি দেবে হয়তো।
- সে তো তোকে দেবে।
- যা দেবে দুজন মিলে খাব।
- সত্যি বলছিস?

ছোট্ট হাতে কুয়োর গা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে গোপাল। একমুঠো মুড়ি খাওয়ার আশায় ছোটুর ডাগর চোখদুটো চকচক করে ওঠে। এই জীবনের সাথে বাংলার দর্শকের পরিচয় ঘটেনি বহুদিন। বিনা পয়সায় তাল দিয়েও ভ্যানচালক বাবার ছেলে হওয়ার অপরাধে তালনবমীর নেমন্তন্ন জুটবে না, এই সহজ সত্যিটা ছোটুর কচি মাথায় ঢুকতে চায় না কিছুতেই। অভিমানে দিশেহারা ঠোঁটদুটো যখন কান্না গিলে ‘কেন করবে না নেমন্তন্ন? আমাদেরও করেছে তো, যাব তো আমরা’ বলে সান্ত্বনা পেতে চায় সেই করুণ আর্তির কাছে অতি তুচ্ছ মনে হয় আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের চাওয়া-পাওয়া-অনুযোগ-বিরক্তি-সন্দেহ-অসন্তুষ্টির টানাপোড়েন। দুটি ছোট্ট ছেলের অসামান্য অভিনয়, অভাবী জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা সংলাপ, সযত্নে নির্মিত দৃশ্য এবং সঙ্গীত ছবির আবেদনকে তাৎক্ষণিকতা থেকে উত্তীর্ণ করেছে নান্দনিকতায়। এ ছবি আমাদের পাশে, খুব কাছেই দগদগে ঘায়ের মতো জেগে থাকা গ্রামবাংলার নির্মম দারিদ্রের ক্ষত— উন্নয়নের চকচকে বিজ্ঞাপন যাকে ঢাকতে পারে না। এ ছবি অভাব-অনটনে জর্জরিত গরিবগুর্বো মানুষের মধ্যে মণিমুক্তোর মতো জেগে থাকা সততা, মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদার গল্প। হাজার কষ্টের মাঝেও পরস্পরকে পরম ভালবাসা, নির্ভরতায় আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাওয়ার গল্প। গোপাল-ছোটুর সারল্যের রঙে ভরপুর রোজকার জীবনের সহজপাঠ— নুর, সামিউল, স্নেহা বিশ্বাস এর অনবদ্য অভিনয়ে সেলুলয়েডে আঁকা মাটি পৃথিবীর গল্প।

ছবিটি নন্দনে দেখাবার সুযোগ পাননি পরিচালক। নন্দন কর্তৃপক্ষ ছবির ‘মেরিট’ বিচার করে অনুমোদন দিতে পারেননি বলে শোনা গেছে। গুটিকয়েক মাল্টিপ্লেক্সের বাইরে প্রায় কোনও সাধারণ প্রেক্ষাগৃহেই মুক্তি পেল না এমন একটি অভিবাদনযোগ্য প্রয়োজনীয় ছবি। লাভক্ষতির ব্যবসায়িক হিসাব সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও বলা যায়— ছবি কতটা চলবে এ হিসাব করতে হয় ঠিকই, কিন্তু জনরুচি নির্মাণে কোনও সরকার যথার্থই আগ্রহী হলে ভালো ছবি সম্প্রচারের দায়িত্ব কখনই এড়াতে পারে না। গোপাল-ছোটুর মতো অসংখ্য কুঁড়ির নিরুপায়, দুঃখময় জীবন শিক্ষার অধিকার আইন, শিশুশ্রম নিবারণ, গ্রামবাংলার সমৃদ্ধহাস্যোজ্জ্বল চেহারার প্রহসনকে আরও নগ্ন করে ফেলতে পারে এ আশঙ্কাই কি আটকে দিল ছবিটিকে? ইতিহাস অন্তত তেমনই ইঙ্গিত দেয়। ছবির দুই শিশু অভিনেতা নুর আর সামিউল কে বেড়াচাঁপার কোনও এক অখ্যাত গ্রাম থেকে জোগাড় করেছেন পরিচালক। জাতীয় পুরস্কারের দৌলতে বেশ কিছু ইন্টারভিউ, পরিচিতিও হয়েছে তাদের। গোপাল ছোটুদের জীবনে কি কোনও পরিবর্তন আনবে সহজপাঠের গপ্পো? এর উত্তর দিতে পারেন দর্শকরা, যারা ছবিটি দেখেছেন বা দেখবেন। লোকেশন, ক্যামেরা, কাস্টিংয়ের আলোচনা অতিক্রম করে ছবির পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা অনুভবি মুহূর্ত যাদের ছুঁয়ে গেছে। আমরা চাইব সন্তানের টিফিনবক্সে সুস্বাদু খাবার ভরে দেওয়ার সময় তাদের গোপাল আর ছোটুর মায়াময় চোখদুটো মনে পড়ুক, এ ছবি দেখার পর বাড়ি-গাড়ি-ডিএ’র হিসাব কষার সময় বা রাস্তায় ভিখিরি দেখলে নমস্কার করে সরে যাওয়ার মুহূর্তে কিছুজনের নিজেকে অপরাধী মনে হোক, কিছু মানুষের চিন্তায় ধরা পড়ুক অন্য রকম সমাজের স্বপ্ন যেখানে গোপাল ছোটুদের খিদের জ্বালায় ধুঁকতে হয় না, পড়া বন্ধ করে কাজে ঢুকতে হয় না, অসহায় মাকে অভাবের তাড়নায় নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভাবতে হয় না। এই বিপন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনের এই মরমি গল্প কিছু মানুষকে ভাবাবে, দিনবদলের লড়াইয়ে সামিল হওয়ার প্রেরণা দেবে— আশা করব আমরা।

সূর্যস্নাতা সেন
কলকাতা -৭৭

পাঠকের মতামত পাঠানোর ঠিকানা
ganadabimatamat@gmail.com
এছাড়া কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায়
অথবা টাইপ করে গণদাবী দপ্তরে পাঠান

আপনি টের না পেলেও দেশ কিন্তু এগোচ্ছে!

অর্থনীতির অভূতপূর্ব উন্নতির লম্বাচওড়া প্রতিশ্রুতি বিলিয়ে ক্ষমতায় বসেছিলেন নরেন্দ্র মোদি, গদিতে বসার পরও তাঁর প্রচারের ঢাক থামেনি। নোট বাতিলের মতো ‘জনমোহিনী’ সিদ্ধান্ত এবং জিএসটি-র মাহাত্ম্য কীর্তন করার পরও যখন অর্থনীতিতে টালমাটাল চলছে, তখনও সরকারি নেতাদের আর্থিক উন্নয়নের বুলিতে কান পাতা দায়। গুজরাতের নির্বাচনী প্রচারেও ঢক্কানিনাদ অব্যাহত ছিল। অর্থনীতির দ্রুতগতি টের পাচ্ছে না দেশের একশো তিরিশ কোটি সাধারণ মানুষ। টের পাচ্ছেন শুধু বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা, যেমন এতদিন টের পেতেন শুধু কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা। মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে চড়চড় করে (গত ১৫ মাসে সর্বাধিক নভেম্বরে— ৫ শতাংশ), শিল্পোৎপাদনের হার কম, সরকারের রাজকোষ ঘাটতি বেড়েই চলেছে। তা সত্ত্বেও নির্বাচনের আগে ‘সুদিন এল ওই’ বলে সরকারের ঢাক পেটানো চলছেই।

কিন্তু বিজেপির মতো দলগুলির সাধারণ মানুষকে দেওয়ার জন্য যে শুধু ধোঁকাই পুঁজি, তা আবারও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হল। দেশের জনসাধারণ যখন মূল্যবৃদ্ধির বোঝায় চরম দুর্দশাগ্রস্ত, ক্ষতির মুখে পড়ে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে, কৃষিঋণ শুধতে না পেরে পরিবার নিয়ে পথে বসছে, তখন সেই ভারতেই কর্পোরেটদের বিপুল পরিমাণ ঋণ মকুব করছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বকলমে বিজেপি সরকার। চলতি আর্থিকবর্ষে প্রথম ছ’মাসেই তারা ৫৫ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দিয়েছে, এক বছরে তা ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান। এর বেশিরভাগই অনাদায়ী ঋণ। বড় পুঁজিপতি, কর্পোরেট মালিকরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত দেয়নি। সংসদে দেওয়া সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ১১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি প্রাপ্য ব্যাঙ্কগুলির। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাহস হয়নি কর্পোরেট মালিকদের গায়ে হাত দেওয়ার, উল্টে সরকারি মদতে তাদের কেউ কেউ বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন। বিজেপি সাংসদ ও লিকার ব্যারন বিজয় মালিয়া নয় হাজার কোটি টাকার ঋণ খেলাপ করে বিদেশে আত্মগোপন করেছেন। তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ সহ দলের অন্য নেতারা।

ভারতের মতো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশে কোটিপতিদের শত শত হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ মকুব হচ্ছে, আর গরিব চাষি কয়েক হাজার টাকা কৃষিঋণ শোধ দিতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ তাদের ঋণ মকুব করা দূরের কথা, পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে ভরছে। বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী দুনিয়ার একই চিত্র। সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকাতে সম্প্রতি নয়া কর সংস্কার বিল পাশ হয়েছে একই উদ্দেশ্যে— কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থ পূরণ। বিলে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বিপুল ছাড় দেওয়া হয়েছে। কর্পোরেট ট্যাক্স এক ধাক্কায় কমে গেছে ৩৫ থেকে ২০ শতাংশ। এখানেও বাজেট ঘাটতি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও ট্রাম্প প্রশাসন পিছপা হয়নি। তারা জানে, বাজেট ঘাটতি জনসাধারণের উপর নানা ট্যাক্স চাপিয়ে তুলে নেওয়া যাবে, কিন্তু কর্পোরেটদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তারাই তো রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক।

এভাবেই প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে খেটে খাওয়া মানুষকে আরও বেশি দুর্দশার দিকে ঠেলে দিয়ে পুঁজিমালিকদের তোষণ করার নীতি নিয়ে চলেছে সরকারগুলি। এই অবস্থায় ‘দেশ এগোচ্ছে’ বলে ঢাক পেটানো সত্যকে আড়াল করার সরকারি অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাক বাজেট বৈঠকে শ্রমিকদের দেওয়া প্রস্তাবের কোনও প্রতিফলনই ঘটে না বাজেটে

৫ ডিসেম্বর নয়া দিল্লির নর্থ ব্লকে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃত্বের সাথে প্রাক বাজেট আলোচনা সভায় মিলিত হন। কার্যত প্রতি বছর প্রথামাফিক অনুষ্ঠিত এই মিটিং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার খোলসটুকুকে কেবল ধরে রেখেছে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণির যে জ্বলন্ত দাবিগুলি বছরের পর বছর তুলে ধরেন বাস্তবে সেগুলির কোনও সুরাহাই হয় না।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে এই মিটিংয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা। তিনি বলেন, 'প্রতি বছরই অর্থমন্ত্রী প্রাক বাজেট সভা আহ্বান করেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের বক্তব্য মনযোগ সহকারে শোনেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাজেটে তার কোনও প্রতিফলন ঘটে না।' দেশের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দেশের অর্থনৈতিক সংকট প্রতিদিন গভীর থেকে আরও গভীর হয়ে উঠছে। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ শ্রমজীবী জনসমাজের জীবন ও জীবিকা'।

'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী ক্ষুধার্তের সংখ্যা তালিকায় ১১৮টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০০ তম। উন্নয়নের খতিয়ান কেন্দ্রীয় সরকার প্রায়ই দিয়ে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে উন্নয়নের হাল কী এই পরিসংখ্যানেই তার প্রকাশ। ১২০ কোটির দেশ ভারতে ২৩কোটি মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য দু'মুঠো খাদ্যের সংস্থান করতে পারে না। প্রতি বছর ১ কোটি মানুষ দীর্ঘদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে না পারার কারণে অপুষ্টিজনিত রোগে মারা যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় সুজলা সুফলা এই দেশে প্রতি ১০ সেকেন্ডে ক্ষুধার জ্বালায় একজন মানুষকে মৃত্যুর শিকার হতে হয়। সোসিও-ইকনমিক সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ ভারতের ৪৯ শতাংশ পরিবার সরকার নির্ধারিত দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। ৫০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার অনিয়মিত কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবনযাপন করেন। ৬.৬৮ শতাংশ পরিবার ভিক্ষাজীবী এবং ৪.০৮ শতাংশ পরিবারের জীবন ধারণের উপায় হল কাগজ ও বাতিল জিনিসপত্র সংগ্রহ করা অর্থাৎ যারা কাগজকুড়ানি নামে পরিচিত'। এ দেশের কৃষিজীবীদের প্রসঙ্গে কমরেড সাহা বলেন, 'ইতিমধ্যে দেশের ৩ লক্ষেরও বেশি ঋণভারগ্রস্ত কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। বিজেপি শাসনে গত দুই বছরে কৃষক আত্মহত্যা ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে'। কমরেড শংকর সাহা সারা ভারতের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক কর্মসংস্থান/বেকারি সমীক্ষা রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন, 'দেশের ৭৭ শতাংশ পরিবারের কোনও নিয়মিত উপার্জন নেই অর্থাৎ পরিবারে কোনও বেতন বা নিয়মিত পারিশ্রমিক পান এমন সদস্য নেই। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সের ৩০ শতাংশের বেশি যুবকের কোনও কাজ নেই বা তারা কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নয়। আরও উল্লেখ্য ৩৬৮টি পিওন পদের জন্য ২০ লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়ে যার মধ্যে এম এ পাশ এবং পি এইচ ডি করা প্রার্থীও আছেন'।

বেকারি, কর্মসংস্থানের চূড়ান্ত অভাব ও কর্মহীনতা বর্তমানে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এক্ষেত্রে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার যে সম্পূর্ণ মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে সেই বিষয়ে কমরেড শংকর সাহা বলেন, '২০১৭-র জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাত্র এই চার মাসের মধ্যে ১৫ লক্ষ কর্মসংস্থান বিনষ্ট হয়েছে। বিমুদ্রাকরণের এই হল অব্যবহিত ফল। ভারতের সর্ববৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এক সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে জানিয়েছে যে বিমুদ্রাকরণের ৩৪ দিনের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ৩৫ শতাংশ চাকরি কমে গেছে এবং ৫০ শতাংশ রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের আর একটি সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী বলা হয়েছিল ২০১৭-এর মার্চ মাসের মধ্যে কর্মসংস্থান কমবে ৬০ শতাংশ এবং রেভেনিউ কমবে ৫৫ শতাংশ।

২০১৪-র নির্বাচনে বিজেপি তাদের ইস্তাহারে ঘোষণা করে যে, ক্ষমতায় এসে তারা প্রতি বছর ২ কোটি যুবকের কর্মসংস্থান করবে। এই প্রসঙ্গে কমরেড সাহা বলেন, 'আমাদের দেশে জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ হল ৩৫ বছরের কম বয়সীরা। এঁদেরই কাজ দেওয়ার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ২০১৫ তে কাজ সৃষ্টি হয়েছিল ১.৫৫ লক্ষ এবং ২০১৬-তে তা দাঁড়ায় ২.৩১ লক্ষে। এদিকে কাজ বিনষ্ট হওয়ার সংখ্যা হল ১৫ লক্ষ'।

কমরেড সাহা আরও বলেন, 'যখন মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে, কোটি কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির চাপে দিশাহারা হয়ে কোনও মতে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজছে তখন নানা ব্যক্তির বিশাল বিশাল স্ট্যাচু বসানোর, দ্রুতগতি বুলেট ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করার মধ্যে কোনও যুক্তি আছে কি?' অনাদায়ী ঋণ প্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, 'যখন বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলির নেওয়া অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ১১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে তখন কেন সরকার কর্পোরেট হাউসগুলির ঋণ মকুব করে দিচ্ছে? কেনই বা ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি অর্থভাণ্ডারের বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে তাদের পুঁজির ঘাটতি মিটিয়ে দিচ্ছে। কেনই বা ঋণ খেলাপকারী কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে নতুন করে ঋণ দেওয়া হচ্ছে? কীভাবে গৌতম আদানির মতো শিল্পপতি যার ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ৯৬,০০০ কোটি টাকা তিনি অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর খনি প্রকল্পের জন্য ৩,০০০ কোটি টাকার নতুন ঋণ নেওয়ার সুযোগ পান।

এই প্রাক বাজেট মিটিং-এ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুনরায় শ্রমিক জীবনের মূল দাবিগুলি তুলে ধরে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দাবি হল — সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, কর ফাঁকি ও ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, নূনতম মজুরি মাসে ১৮,০০০ টাকা করা, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থাকরণ, স্থায়ী কাজে নিযুক্ত ঠিকা ও ক্যাজুয়াল কর্মীদের স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি প্রদান, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় বিলগ্নিকরণ বন্ধ করা ইত্যাদি।

বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের উদ্দেশে উত্তর কোরিয়ার খোলা চিঠি

২৮ সেপ্টেম্বর উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেমব্লির বিদেশ বিষয়ক কমিটি বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি পাঠায়। ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থিত উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসের মাধ্যমে এই চিঠিটি পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্বঘোষিত সুপারপাওয়ার হতে চেয়ে সার্বভৌম ও মর্যাদাময় দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার (ডিপিআরকে) অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চাইছে। এই দেশকে 'সম্পূর্ণ ধ্বংস' করে দেব—এই জাতীয় বোকা বোকা কথা তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন, যা বিশ্বের জনগণকে হতবাক করেছে।

এই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ওয়ার্কার্স পার্টি অফ কোরিয়ার বিদেশ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তের শান্তিকামী জনগণ ও নানা দেশের সংসদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেমব্লির বিদেশ বিষয়ক কমিটি মূলত কাজ করে চলেছে। ট্রাম্পের এই বেনজির মন্তব্য কোরিয়ার জনগণের প্রতি অসহ্য অপমান এবং কার্যত যুদ্ধের ঘোষণা। স্বাধীনতা, শান্তি ও মৈত্রীর পথ নিয়ে চলা ডিপিআরকে এর তীব্র নিন্দা করছে। ট্রাম্পের মন্তব্য বিশ্ব শান্তির উপর মারাত্মক এক আঘাত।

ক্ষমতায় বসার প্রথম দিন থেকেই ট্রাম্প স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরতান্ত্রিক ভূমিকা নিয়ে চলেছেন। অপছন্দের আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি নিয়ে চলতে চান। সারা দুনিয়ার ক্ষতির বিনিময়ে আমেরিকার উন্নতিকেই মার্কিন রাজনীতিকরা সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা বলে গণ্য করেন।

নীতিবিবর্জিত, সংকীর্ণমনা, স্বার্থপর দেশগুলিকে আমেরিকা পরমাণু অস্ত্রের লাঠির জোর দেখিয়ে নতজানু করেছে। তারপর ডিপিআরকে-র উপর বেআইনি নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব তৈরি করেছে। কোরীয় জনগণের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করে তাদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অলঙ্ঘনীয় সনদের চূড়ান্ত অবমাননা করা হয়েছে। এই হল 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির উৎকট রূপ।

মর্যাদাময় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং পরমাণু শক্তিধর ডিপিআরকে-কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। সারা দুনিয়াকে ধ্বংস করার মতোই চরম হুমকি এটি।

ট্রাম্প যদি মনে করে থাকেন, পরমাণু শক্তিধর দেশ ডিপিআরকে-কে পরমাণু যুদ্ধের ধমকি দিয়ে তিনি নতজানু করাবেন, সেটা তাঁর মারাত্মক বেহিসাবী মূর্খতা বলে পরিগণিত হবে।

ডি পি আর কে পূর্ণ পরমাণু অস্ত্রে শক্তিধর রাষ্ট্র। অত্যন্ত শক্তিশালী পরমাণু অস্ত্র এবং নানা ধরনের পরমাণু সরবরাহ ব্যবস্থা নিজ শক্তির ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে ডিপিআরকে অর্জন করেছে। একটি পরমাণু শক্তিধর দেশের প্রকৃত শত্রু একমাত্র পরমাণু যুদ্ধই হতে পারে।

ডি পি আর কে-র সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেমব্লির বিদেশ বিষয়ক কমিটি এই চিঠির মাধ্যমে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করতে চায়, স্বাধীনতা, শান্তি, এবং ন্যায় চায় এমন প্রতিটি দেশের পার্লামেন্ট আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার এবং শান্তির প্রতি মানবজাতির আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিতে তাদের যথাকর্তব্য করতে সচেষ্ট হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের হীন বেপরোয়া কার্যকলাপ যা বিশ্বকে একটা ভয়াবহ পরমাণু বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ তাঁরা নেবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান

একের পাতার পর

নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করার, সঞ্চিত আমানতকে স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারে বা ক্যাপিটাল মার্কেটে বিমায় পরিণত করার (শেয়ার বাজারের চরম অনিশ্চিত ওঠা-নামার প্রভাবে এই টাকা ফিরে পাওয়ারও এমনকী কোনও নিশ্চয়তা থাকবে না) ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

স্পষ্টতই, আমানতকারীর স্বার্থ সুরক্ষার নামে এই বিল ব্যাংকে সঞ্চিত আমানতকে চরম অরক্ষিত অবস্থায় ঠেলে দেবে এবং কোনও ব্যাংক আর্থিক দুরবস্থায় পড়লে তার গ্রাহকদের আমানত রক্ষা করার দায়িত্ব থেকে সরকারকে অব্যাহতি দেবে। এর দ্বারা কার্যত এই বিল জনগণের সঞ্চিত অর্থ কেড়ে নিয়ে আর্থিক ভাবে দুর্বল বা দেউলিয়া হয়ে পড়া ব্যাংকগুলিতে নতুন করে পুঁজি ঢালার বা 'বেল আউট' করার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে সরকারকে। প্রস্তাবিত বিলে একেই 'বেল ইন' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যার অর্থ হল, দেশের মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ ইচ্ছামতো ব্যবহার করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করার অভ্যন্তরীণ কৌশল। বলা বাহুল্য, মুষ্টিমেয় কয়েকজন বৃহৎ পুঁজিপতির ইচ্ছাকৃত ও অন্যায় ঋণখেলাপের কারণে ক্রমবর্ধমান 'নন পারফর্মিং অ্যাসেট' বা 'খারাপ ঋণ'জনিত পরিস্থিতি সামাল দিতেই এই বিল তৈরি করা হয়েছে। জনগণের টাকা লুঠ করে সরকার এইসব ঋণখেলাপি শিল্পপতিদের ভরতুকি দিতে চায়।

অপরাধী শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নগ্নভাবে বেল আউট করার ও পুঁজিবাদী সংকটের সমস্ত বোঝা সরাসরি সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত নিংড়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই সরকারের এ হেন সর্বনাশা আক্রমণ রুখে দিতে প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

রাজস্থানে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ বেলদায়

লাভ জিহাদের অভিযোগ তুলে মালদার এক যুবক আফরাজুল খানকে পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে এক মিছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা বাজার পরিক্রমা করে। পথসভায় বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। তাঁরা বলেন, হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কমরেডস সুশান্ত পানিগ্রাহী, বিদ্যাভূষণ দে, নারায়ণ শাসমল, ব্রতীন দাস, তাপস জানা, অসীমা জানা প্রমুখ।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

পুরুলিয়ার রেল স্লিপার কারখানায় আন্দোলনের জয়, কালাচুক্তি বাতিল

পুরুলিয়া জেলার আনাড়ার পাতিল রেল স্লিপার নির্মাণ কারখানায় ২০১৩ সালে আই এন টি টি ইউ সি অনুমোদিত ইউনিয়নের সাথে চুক্তিতে কর্তৃপক্ষ নানাবিধ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারা ও বে-আইনি শর্ত আরোপ করেছিল। পরিণতিতে শ্রমিক-কর্মচারীরা চূড়ান্ত বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয়। আই এন টি টি ইউ সি ইউনিয়নের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে কারখানার ৯০ শতাংশের বেশি শ্রমিক এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে ইউনিয়ন গড়ে তুলে লাগাতার আন্দোলন শুরু করে এবং নতুন চুক্তি সম্পাদনের দাবিতে গত মে-জুন মাসে একমাস ধর্মঘট সংগঠিত করে। দীর্ঘ দিন আন্দোলনের পর গত ১৩ ডিসেম্বর আসানসোলে জয়েন্ট লেবার কমিশনারের দপ্তরে আলোচনায় এ আই ইউ টি ইউ সি নেতৃত্বের প্রবল চাপে বিগত চুক্তির সমস্ত বে-আইনি ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারা কর্তৃপক্ষ বাতিল করতে বাধ্য হয়। সম্পাদিত নতুন চুক্তির ভিত্তিতে বেতন, ছুটি, চিকিৎসার সুযোগ, উৎপাদন ভাতা, অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, ক্যান্টিন সহ কর্মক্ষেত্রে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সুযোগ সুবিধার দাবি শ্রমিকরা আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে কমরেড সমর সিনহার উপস্থিতিতে ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড প্রবীর মাহাত, সহ সভাপতি কমরেড অমর মুখার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড আদিত্য বাউরি নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১৪ ডিসেম্বর কারখানার গেটে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ইউনিয়ন সিংহভাগ কর্মচারীর উপস্থিতিতে গেট মিটিং-এ নতুন চুক্তির কথা তুলে ধরে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে কারখানার সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীর মধ্যে এ আই ইউ টি ইউ সি নেতৃত্বের উপর আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পানচাষিদের আন্দোলনে বর্ধিত আড়ত ফি বাতিল

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার নিমতৌড়ির তিনটি পানবাজারে আড়ত ফি হঠাৎ ৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১১ ডিসেম্বর পানচাষিরা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। আড়তদারের দালালরা এক চাষিকে মারধর করলে বিক্ষোভ আরও তীব্র রূপ নেয়। তারা ৩ ঘন্টা হাইওয়ে অবরোধ করেন। তমলুক থানা থেকে র‍্যাফ সহ বিশাল পুলিশবাহিনী আসে। চাষিদের স্বতঃস্ফূর্ত এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পানচাষি সমন্বয় সমিতির সদস্য গোষ্ঠ কুইল্যা, সামসেদ খান, নরোত্তম জানা আন্দোলনে অংশ নেন এবং আন্দোলনকে সংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য কনভেনশন ও জেলাশাসক দপ্তরে ১৩ ডিসেম্বর গণডেপুটেশনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে পান ব্যবসায়ী ও আড়তদাররা তমলুকের সমস্ত পানবাজারগুলি অনির্দিষ্ট কাল বন্ধ করে দেয়।

১৩ ডিসেম্বর পানচাষিদের বিক্ষোভে দাবি ওঠে, অবিলম্বে পান আড়তগুলি চালু করতে হবে। আড়ত কমিশন বাড়ানো চলবে না। পানবাজারের ঘুষ, দুর্নীতি, পানগোছ ভেঙে দাম কমানো বন্ধ করতে হবে। পানকে কৃষিপণ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে। সরকারিভাবে পানবাজার করতে হবে, পান সংরক্ষণের জন্য সরকারি হিমঘর বানাতে হবে। এই বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন নন্দ পাত্র, প্রবীর প্রধান, কার্তিক বেরা, কেশবচন্দ্র হাজরা প্রমুখ। জেলাশাসকের দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

১৪ ডিসেম্বর এ ডি এম, এস ডি ও, পান ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি, পানচাষি সংগঠনের প্রতিনিধি পুলিশ ও জেলা পরিষদের সদস্য জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ ডিসেম্বর থেকে সমস্ত পানবাজার খোলার সিদ্ধান্ত হয়। বর্ধিত আড়ত কমিশন প্রত্যাহার করা হয়।

শ্রমিকরা ফিরে এলে কাজ দেবেন কোথায়?

মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসুর চিঠি

প্রবাসী শ্রমিকরা এ রাজ্যে ফিরে এলে ৫০ হাজার টাকা ও চাকরি পাবে বলে যে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, সেই প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১৩ ডিসেম্বর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে নিম্নলিখিত চিঠি পাঠান।

"সম্প্রতি রাজস্থানে কর্মরত মালদহ জেলার এক শ্রমিকের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ইতিপূর্বে নদীয়া জেলার এক শ্রমিকের কর্ণাটকে হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে আপনি ১০০ দিনের কাজ ও ৫০ হাজার টাকার অনুদান সহ কয়েকটি ঘোষণা করেছেন। সে প্রসঙ্গে আপনার উদ্দেশে এই চিঠি পাঠাচ্ছি।

ইতিপূর্বেও নোট বিপর্যয় ও জিএসটি-র ফলে রাজ্যে রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পে, এমনকী বড় কারখানাতেও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারানোর সময় আপনি বাংলার অধিবাসী প্রবাসী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই আহ্বানের ফলে সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গের এমন রঙিন এক চিত্র উদ্ভাসিত হতে পারে যেন এ রাজ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে এবং এ রাজ্যের শ্রমিকদের কাজের খোঁজে ভিন্ন প্রদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই খবর রাখেন, আপনার পূর্বের আহ্বানে কতজন প্রবাসী কর্মহারা শ্রমিক রাজ্যে ফিরে এসেছেন! বাস্তবে, কত দুর্দশায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রতিদিন এ রাজ্যের যুবকেরা ভিন্ন রাজ্যে নির্মম ছলনা-প্রতারণা, দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন সয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে জঘন্য পরিবেশে ক্রীতদাসের মতো বন্দী থাকার আশঙ্কা সত্ত্বেও কাতারে কাতারে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চলে যাচ্ছে, তাও নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। সারা দেশেই কর্মসংস্থানের তথা বেকার সমস্যার ভয়াবহ অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন একটি ঝাড়ুদার পদের জন্যও উচ্চশিক্ষিত হাজার হাজার যুবক টাকা খরচ করে দরখাস্ত জমা দেন।

আপনি রাজ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে রক্ষার জন্য প্রকৃত পদক্ষেপ সহ জেলায় জেলায় নতুন করে শ্রমনির্ভর কৃষিজাত ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলে, সরকারি অফিসে, হাসপাতালে, স্কুলে, কলেজে, শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধ প্রত্যাহার করলে এবং ভিন্ন রাজ্যে প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতারণা চক্র ও দালালদের হাতে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে রাজ্যে নজরদারির আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই নারকীয় দশায় বিপর্যস্ত শ্রমিকদের প্রকৃত উপকার হবে।

আশা করি, এই চিঠিতে বেকার জীবনের মর্মান্তিক অসহায়তার যে কথা জানালাম তার সুরাহা করতে প্রকৃত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।"

নাবালিকা হত্যা ঃ দিল্লিতে বিক্ষোভ

সম্প্রতি ছয় বছরের শিশুকন্যার ধর্ষণ ও হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে হরিয়ানার হিসারে। অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ৮ ডিসেম্বর এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস সহ বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র-যুব ও মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে দিল্লিতে হরিয়ানা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নারী নিরাপত্তায় ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেন নেতৃবৃন্দ।

রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি

কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, কমরেড জীবন দাস, কমরেড অশোক দাস— এই তিনজনকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য কমিটির প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করেছে।

গণদাবী
নতুন ওয়েবসাইট
www.ganadabi.com

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org